দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 JUL 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

09 JUL 1989

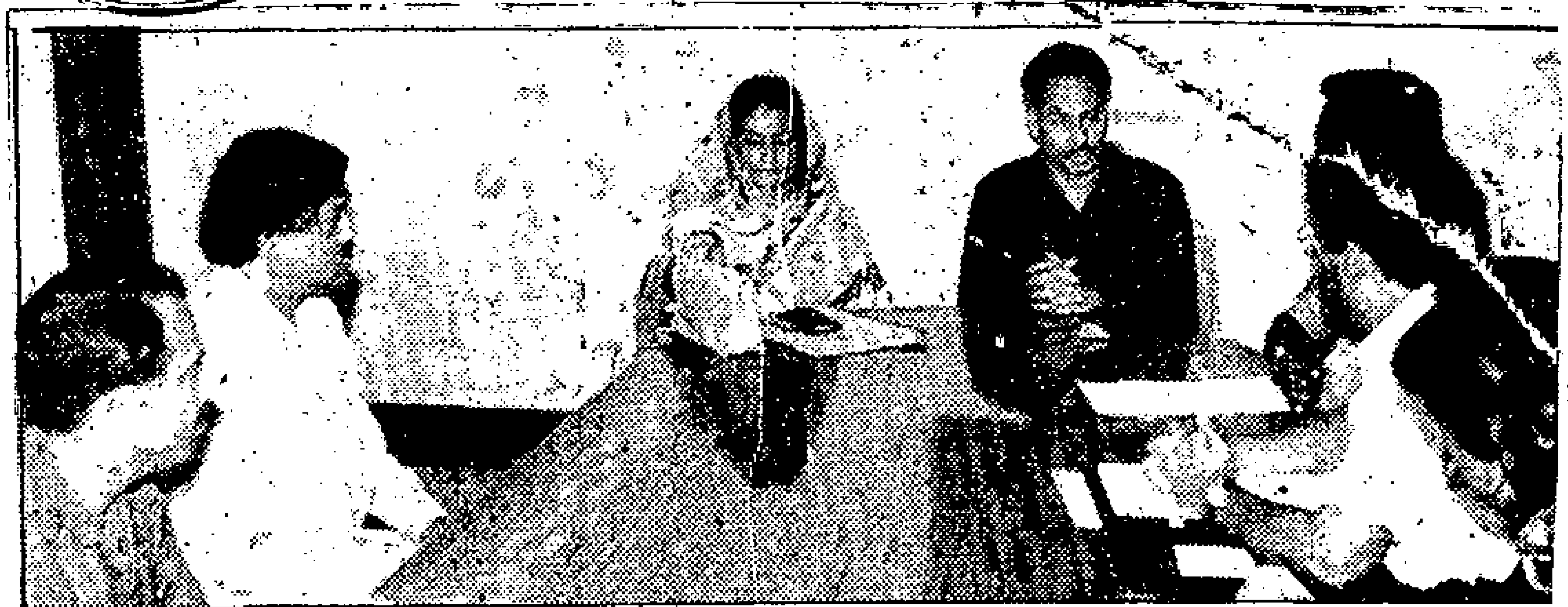

প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে পথকলি ট্রাষ্টের প্রথম বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও ফার্ষ্ট লেডী রওশন এরশাদ

'সন্তানের স্নেহ দিয়া পথকলি ট্রাষ্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে'

বাসস : পথকলি ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদের সভানেত্রীত্বে গতকাল (শনিবার) প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে পথকলি ট্রাষ্টের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ট্রাষ্টের কর্মসূচী অন্যান্য শহরেও সম্প্রসারণ করা হইবে। পথকলিদের জন্য আরও স্কুল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করিতে হইবে।

কায়িক শ্রমে নিয়োজিত শিশু কিশোরদের করুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বেগম রওশন এরশাদ বলেন, এই ধরনের হৃদয় বিদারক দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। তিনি বলেন, বড় হইয়া তাহারা যাহাতে জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে পারে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈঠকে ১৫ বছরের কম বয়সের বালক-বালিকাদের জন্য হাল্কা ধরনের কাজের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে কঠোর কায়িক শ্রমে নিয়োজিত শিশু-কিশোরের সংখ্যা নির্ণয়ের প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এম, আর, খান পথকলিদের জন্য সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাকে পথকলি ট্রাষ্টের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অবৈতনিক পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হয়।

সপ্তাহে দুই দিন ফার্ষ্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ স্বয়ং পথকলি ট্রাষ্টের জন্য দান গ্রহণ করিবেন।

সচ্ছল পরিবারের শিশু-কিশোরদের পথকলিদের ব্যাপারে তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করিয়া তুলিবার কার্যক্রম গ্রহণেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

পূর্বাহ্নে, শিক্ষামন্ত্রী পথকলি ট্রাষ্ট গঠনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন সে জন্য তাহাকে স্বাগত জানান। পথকলি ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি ফার্ষ্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদকেও ধন্যবাদ জানান।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ পূর্বে অনুমোদিত ১৫ লক্ষ টাকার একটি চেক ট্রাষ্টের নিকট হস্তান্তর করেন।

ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সালাহউদ্দিন এবং প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেল এবং শিক্ষা-সচিব হেদায়েত আহমদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলেই পথকলি ট্রাষ্টের সদস্য।